রিয়েলমি তা অজান্তেই 'বাই ডিফল্ট' করছে বলেই দাবি ব্যবহারকারীদের। রিয়েলমির ফোন ব্যবহারকারীদের পক্ষে তাদের সমস্ত তথ্য ট্র্যাক করা হচ্ছে জানা সম্ভব নয় এবং তা একটি নির্দিষ্ট সেটিংস-এ গিয়ে তা বন্ধ করতে হবে। এই খবরে ঝড় উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমনকী বিষয়টি কেন্দ্রের নজরেও এসেছে। যার প্রেক্ষিতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। রবিবার এক ট্যুইট বার্তায় কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর বলেন, 'কেন্দ্র এই অভিযোগ পরীক্ষা করে দেখবে এবং খুঁজে দেখা হবে।'

যদিও তাদের কাছে গ্রাহকদের সমস্ত তথ্য সুরক্ষিত থাকে এবং ফোনের ফিচারের যে বর্ণনা রয়েছে তার আওতায় তথ্য সংগ্রহ করা হয় বলে দাবি করেছে রিয়েলমি।

বিতর্কের সূত্রপাত ঋষি বাগরি নামের এক ব্যক্তির ট্যুইট বার্তায়।

কেন্দ্র এই অভিযোগ পরীক্ষা করে দেখবে এবং ফোনের ভিতরে কী রয়েছে খুঁজে দেখা হবে।

তাঁর রিয়েলমি ফোনে 'এনহ্যান্সড ইন্টেলিজেন্ট সার্ভিসেস' নামের একটি ফিচার নজরে আসে ঋষির। রিয়েলমি ফোনের সেটিংস-এর গভীরে এই বৈশিষ্ট্য দেখতে পান তিনি। তারপরেই ট্যুইটারে এ কথা লেখেন ঋষি। এ ধরনের যে সত্যিই একটি ফিচার রিয়েলমির ফোনে রয়েছে এবং তা 'বাই ডিফল্ট' সক্রিয় করা রয়েছে তা খতিয়ে দেখা গিয়েছে। তবে, খুব সহজে তা নজরে আসবে না। সেটিংস-এর ভিতরে গিয়ে অ্যাডিশনাল সেটিংস এবং তারপর

- ব্যবহারকারীর অনুমোদন ছাড়া 'বাই ডিফল্ট' চালু থাকে এটি
- এসএমএস, কল লিস্ট, লোকেশন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে

সিস্টেমস সার্ভিসেসের মধ্যে এই ফিচার সক্রিয় করা রয়েছে।

ট্যুইট বার্তায় ঋষি জানিয়েছেন, এই 'এনহ্যান্সড ইন্টেলিজেন্ট সার্ভিসেস' ফিচারটি ভারতীয় ব্যবহারকারীদের ফোন কলের তালিকা, এসএমএস, লোকেশন ইনফো সমেত একাধিক তথ্য চিনের কাছে পাঠানোর কাজে ব্যবহারের মতো করে তৈরি করা হয়েছে। রিয়েলমির মালিক সংস্থা বিবিকে ইলেকট্রনিক্স ভিভো, ওপ্পো, ওয়ানপ্লাস এবং আইকিউ-র মতো ভারতে বিক্রি হয় এমন স্মার্টফোন

ব্যাঙ্কের ক্ষতি, তোপ জহরের

এই সময়: কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদীর সরকারের জমানায় ভারতের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে সব মিলিয়ে প্রায় ১২ লক্ষ কোটি টাকা 'উবে' গিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার। তাঁর অভিযোগ নরেন্দ্র মোদীর ঘনিষ্ঠ নীরব মোদী, মেহুল চোকসি, নিশান্ত মোদী এবং অমিত মোদী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও অন্য ঋণদাতাদের থেকে ১১,৪০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করেননি।

কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী ভাগবৎ কারাডের এক চিঠি উদ্ধৃত করে তৃণমূল সাংসদ জানিয়েছেন, ২০১৩-১৪ থেকে ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত, বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাঙ্ক মিলিয়ে মোট অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে ১২ লক্ষ ৯ হাজার ৬০৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ, ব্যাঙ্কগুলি মোট এই অর্থ ঋণ দিয়ে ফেরৎ পায়নি এবং ফেরৎ পাওয়ার আশাও দেখা যাচ্ছে না। জহর সরকার জানিয়েছেন, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এর আগে কখনও এত বিপুল লোকসান করেনি।

নীরব মোদী, মেহুল চোকসির মতো গুজরাটের ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি কিংফিশার এয়ারলাইন্সের বিজয় মালিয়া, এবিজি শিপইয়ার্ডের ঋষি কমলেশ আগরওয়ালের মতো ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপীদের নাম উল্লেখ করে তৃণমূল সাংসদ এব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর জবাব দাবি করেছেন।